



154183 - শিশুদের মাঝে মস্টিটান্ন বতিরণ করার মাধ্যমে মধ্য শাবানরে রাত (শবে বরাত) ক' উদযাপন করা যাবে; রমযান মাস কাছ্ে আসার আনন্দ প্রকাশ থেকে

প্রশ্ন

মধ্য শাবানরে রাত উদযাপন করা ক' জায়যে? যটেকে কোন কোন দেশে জাতীয় ঐতিহ্যগত উৎসব হিসেবে গণ্য করা হয়। আরো পরষিকার করে বললে: আমাদরে দেশে ক'ছু ক'ছু গোস্ঠা শিশুদের মাঝে মস্টিট বতিরণ করার প্রথা চালু আছে। আমরা ধরে নিয়েছি যি, এটি রমযান মাসরে আগমন উপলক্ষে খুশি। এ রাতটি উদযাপন করতে ক' কোন অসুবিধা আছে? যদি উদযাপনটা শুধু শিশুদের মাঝে মস্টিট বতিরণরে মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মধ্য শাবানরে রাত বা শবে বরাত উদযাপন করা শরযিতসম্মত নয়; সটো নামায পড়ার মাধ্যমে হোক, যকিরিরে মাধ্যমে হোক, কুরআন তলোওয়াতরে মাধ্যমে হোক ক'বা মস্টিটান্ন বা খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে হোক। কোন সহহি হাদসি এ রাতে বিশেষ কোন ইবাদত বা অভ্যাস পালন করার শরযি ভিত্তি জানা যায় না। মধ্য শাবানরে রাত্রি অন্য যি কোন রাতরে ন্যায়।

ফতযোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

"লাইলাতুল ক্বদর উদযাপন করা বা অন্য কোন রাত উদযাপন করা, ক'বা শবে বরাত, শবে মরোজ, ঈদে মলিাদুন্নবী ইত্যাদি উপলক্ষগুলো উদযাপন করা জায়যে নহে। কেননা এসব হ'ছে-- নবপ্রবর্ততি বদিত; যগুলোর সমর্থনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে এমন ক'ছু উদ্ভূত হয়নি। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যি ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যা আমাদরে শরযিতে নহে সটো প্রত্যাখ্যাত"। এ ধরণরে উপলক্ষগুলো উদযাপনরে জন্য অর্থ, উপঢৌকন বা চা বতিরণ করার মাধ্যম সহযোগতি করাও জায়যে নহে। এ ধরণরে উপলক্ষে খোতবা ও আলোচনা পশে করাও জায়যে নহে। কেননা এর মাধ্যমে এ উপলক্ষগুলো উদযাপনরে প্রত' সমর্থন দযো হয় ও উৎসাহ দযো হয়। বরং এগুলোর নিন্দা করা এবং এগুলোতে উপস্থতি না হওয়া ওয়াজবি।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি (২/২৫৭-২৫৮)]

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি: আমাদরে সমাজে ক'ছু ক'ছু উপলক্ষকেন্দ্রিকি ক'ছু প্রথা আছে আমরা বংশানুক্রমে যগুলো পালন করে আসছি। যমেন-- ঈদুল ফতির উপলক্ষে ককে ও বস্কুট তরৌ করা, রজব মাসরে ২৭ তারখি



ও শাবানরে ১৫ তারিখ উপলক্ষে গশেত ও ফল-ফলাদরি ডশি তরৌ করা এবং আশুরার দিনে বশিষে ধরণরে কছি মশ্টিান্ন তরৌ করা অনবির্য। এসব ব্যাপারে শরয়িতরে হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলনে: "ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দিনি আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করতে কোন বাধা নই; যদি সটো শরয়িতরে গণ্ডরি মধ্যে হয়। যমেন-- লোকরো সবাই খাবার ও পানীয় ইত্যাদি নিয়ে একত্রতি হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, "তাশরকিরে দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর যকিরিরে দিনি"। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চয়েছেন ঈদুল আযহার পররে তনিদনি যে সময়ে মানুষ কেরবানকিরে, কেরবানরি গশেত খায় এবং আল্লাহর নয়ামত উপভোগ করে। অনুরূপভাবে ঈদুল ফতিররে দিনিও আনন্দ-খুশি প্রকাশ করতে কোন বাধা নই; যদি সটো শরয়িতরে গণ্ডি অতিক্রম না করে। আর রজব মাসরে ২৭ তারিখে কথিবা ১৫ শাবানরে রাত্রে কথিবা আশুরার দিনে খুশি প্রকাশ করা-- এর কোন ভিত্তি নই। বরং সটো নিষিদ্ধি। কোন মুসলমি এ ধরণরে কোন অনুষ্ঠানরে দাওয়াত পলে সেখনে যাবনে হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তোমরা নবপ্রবর্ততি বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাক। কেননা প্রত্যকে নবপ্রবর্ততি বিষয় বদিত। আর প্রত্যকে বদিতই ভ্রষ্টতা"।" রজব মাসরে ২৭ শে রাতকে কটে কটে লাইলাতুল মেরাজ দাবী করনে; যে রাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে মেরাজে গয়িছেন। ঐতিহাসিকি দকি থেকে এটি সাব্যস্ত হয়নি। আর যা কছি সাব্যস্ত নয় সটো বাতলি। বাতলিরে উপর ভিত্তি করে যা কছি গড়ে ওঠে সটোও বাতলি। যদি আমরা ধরে নই যে, সে রাত্রেই মেরাজ সংঘটিতি হয়েছে তদুপরিসে রাত্রে কোন প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠান বা ইবাদত প্রবর্তন করা আমাদের জন্য জায়যে হবে না। কারণ এসব কছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি এবং তাঁর সাহাবীবর্গ থেকেও সাব্যস্ত হয়নি যারা তাঁর সবচয়ে কাছরে মানুষ এবং তাঁর সুননত ও শরয়িত অনুসরণে সবচয়ে আগ্রহী। তাহলে আমাদের জন্য কভিবে এমন কছি প্রবর্তন করা জায়যে হতে পারে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় ছিল না এবং তাঁর সাহাবীদের যামানায় ছিল না?!

এমন কি মধ্য শাবানরে রাত্রে ব্যাপারেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ রাতকে অতিরিক্ত মর্যাদা দয়ো ও ইবাদতে রাত কাটানো সাব্যস্ত হয়নি। বরং কছি তাবয়ে থেকে নামায ও যকিরিরে মাধ্যমে এ রাত কাটানো সাব্যস্ত হয়েছে; খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-ফুর্তি বা উৎসব-অনুষ্ঠানরে মাধ্যমে নয়।"[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৪/৬৯৩)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।